মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো দুর্গাপূজা

বিজয়া দশমী ও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ‘শারদীয় দুর্গাপূজা’ শেষ হলো।
চন্ডীপাঠ, বোধন ও অধিবাসের মধ্যদিয়ে ষষ্ঠী তিথিতে ‘আনন্দময়ীর’ আগমনে গত ১১ অক্টোবর থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের শুরু হয়।

পরবর্তী ৫দিন মেহেরপুর শহরসহ জেলার বিভিন্ন পূজামন্ডপগুলোতে পূজা-অর্চণার মধ্যদিয়ে ভক্তরা দেবী দূর্গার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তা শেষ হলো। এবার দেবী দুর্গা এবার ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন, গিয়েছেন পালকিতে চড়ে।

শুক্রবার বিকালের দিকে মেহেরপুর ভৈরব নদ সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। মেহেরপুর শহরের পাঁচটি পূজা মন্দির সহ মেহেরপুর জেলার ৪২ টি পূজা মন্ডপ স্ব-স্ব এলাকায় প্রদক্ষিণ শেষে প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়।

এর আগে হিন্দু ধর্মাবলিরা রং মেখে উলুধ্বনি দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যদিয়ে শেষ হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

সনাতন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দেবী ফিরে গেলেন স্বর্গলোকের কৈলাসে স্বামীর ঘরে। পরের বছর শরতে আবার তিনি আসবেন এই ধরণীতে যা তার বাবার গৃহ। প্রতিমা বিসর্জন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আল-কোরআন অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন

কুমিল্লায় নানুয়া দীঘির পাড়ের পূজা মন্ডপে মুসলিম বিশ্বের পবিত্র গ্রন্থ মহান আল্লাহতায়ালার বাণী পবিত্র আল-কোরআনের অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় সদর উপজেলার হায়দারপুর গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বেলা দুইটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দারপুর গ্রামের বড় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য প্রতিবাদী মিছিল বের করে গ্রামের প্রধান প্রধান অংশ ঘুরে হায়দারপুর তালবাগান মোড়ে অবস্থান নেয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান ।

সেই সাথে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলমান বৃন্দ কুমিল্লায় পবিত্র আল-কোরআনের অবমাননাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন এবং তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন অপরাধ সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক।

আমঝুপি নীলকুঠিতে সূর্যোদয় আবৃত্তি সংসদের কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক স্থান আমঝুপি নীলকুঠি প্রাঙ্গণে “সূর্যোদয় আবৃত্তি সংসদ” এর কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় সূর্যোদয় আবৃত্তি সংসদের সভাপতি

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে আমঝুপি নীলকুঠি প্রাঙ্গণে “সূর্যোদয় আবৃত্তি সংসদ”এর (পর্ব-৩) কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-ড.গাজী রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোঃ মুরাদ হোসেন, অধ্যাপক মোঃ জহির হোসেন চঞ্চল, মোঃ সিরাজুল ইসলাম (শিক্ষাবিদ)।
সূর্যোদয় আবৃত্তি সংসদ”র সাধারণ সম্পাদক নূর আলম এর সঞ্চালনায় এ সপ্তাহের আবৃত্তি অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত থেকে স্বরচিত ও নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করেন- অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড.গাজী রহমান, মোঃ মুরাদ হোসেন, মোঃ জাহির হোসেন চঞ্চল, নূর আলম, এম. সোহেল রানা,শফিকুর রহমান সেন্টু, এস এম এ মান্নান, ওবাইদুর রহমান, জাহিদ ইকবাল সিমন, আবু লায়েছ লাবলু, শরিফ হাসান, মোঃ আবুল হাসেম, আসাদুল ইসলাম খোকন, শাহীন খান, মুহাম্মদ মহসীন, সুলতানা রাজিয়া টনি, ফারজানা ইয়াসমিন জুঁই, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, নূর হোসেন, আতাউর রহমান, আমির খসরু, সাইফুল ইসলাম, মিনারুল ইসলাম মিনা প্রমুখ।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার ও সাদাছড়ি বিতরণ

‘ডিজিটাল সাদাছড়ি নিরাপদে পথচলি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার ও সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের আয়োজনে সকালে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে এ হুইল চেয়ার ও সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রতিবন্ধীদের মাঝে ২৫ টি হুইল চেয়ার ও ১৫ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর মাঝে সাদাছড়ি বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা। সেসময় উপস্থিত ছিলেন

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল সামী, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা বাবলু রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ অন্যান্যরা।

মন্ডপে মন্ডপে সিঁদুর খেলায় মেতেছিল ঝিনাইদহের নারীরা

সিঁদুর খেলায় মেতেছিল ঝিনাইদহের সনাতন ধর্মের নারীরা। দেবী দুর্গার বিদায়ের পূর্বে শুক্রবার সকালে শহরের বারোয়ারি পূজা মন্দির, চাকলাপাড়া পূজা মন্দির, কালীতলা পূজা মন্দিরসহ বিভিন্ন জায়গার মন্ডপে মন্ডপে চলে সিঁদুর কোটা যাত্রা। সকালে পূজার্চনার পর দেয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি। এরপরই হিন্দু বিবাহিত নারীরা দেবীর পায়ে লাল টকটকে সিঁদুর নিবেদন করেন। পরে সেই সিঁদুর একে অপরকে লাগিয়ে আগামী দিনের জন্য শুভ কামনা করেন। সেই সাথে স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।

শহরের বারোয়ারি পূজা মন্দিরে আসা পিয়াংকা নামের এক ভক্ত জানান, দুর্গাদেবীর পায়ে সিঁদুর দেওয়ার আমরা সেই সিঁদুর সারাবছর ব্যবহার করি। সিঁদুর কোটা যাত্রার মাধ্যমে স্বামী ও সন্ত্রানের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তারা যেনো ভালো থাকেন এই কামনা করি আমরা।
মুক্ত নামের এক ভক্ত বলেন, দেবী দুর্গার আজ বিদায়ের দিন। প্রতিবছর মা দুর্গা আসে অশুররূপী অপশক্তিকে বধ করতে। আমরা এবার কামনা করি দেবী দেশ তথা বিশ্ববাসীকে করোনামুক্ত করবে। সারা পৃথিবী থেকে করোনা দুর হবে এই কামনা করি।

অভিনন্দন!!! গাংনী সাহারবাটি গ্রামের গর্ব

বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটির কৃতি সন্তান ড. মো: আব্দুর রশিদ (প্রফেসর ও সাবেক ডিন, ফার্মাস্যিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা সংস্থা এডি সায়েন্টিফিক ইন্ডেক্স কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২১ সালের বিশ্বের বিজ্ঞানীদের শীর্ষ তালিকায় মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করেছেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এসইউবি)-এর ফার্মাসি বিভাগের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ডিন অধ্যাপক ড. এম এ রশীদ।

সংস্থাটি সারা বিশ্বের ২০৬টি দেশের ১৩,৫৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ লক্ষেরও বেশি বিজ্ঞানীর সাইটেশন ও অন্যান্য ইনডেক্সের ভিত্তিতে গত ১০ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী এ তালিকাটি প্রকাশ করে। তালিকাটির ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগে ড. এম এ রশীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ উভয় ক্যাটাগরিতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। এমনকি এশিয়া ও বৈশ্বিক ক্যাটাগরিতেও তিনি যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকার দুস্থদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। এ সময় জেলা পরিষদের সদস্য

মজিরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী মজিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে দুর্গাপূজা শেষ মুহূর্তে মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা বিজয়া দশমী আজ শুক্রবার শেষ হচ্ছে। বাজছে বিদায়ের সুর। দেবী এসেছে ঘোটকে, যাবে দোলায়। মহানবমীর সন্ধ্যায় আরতি শেষে দেবীর বন্দনায় প্রতিটি পূজামণ্ডপে বিষাদের সুর বাজতে শুরু করে। মহানবমীতে পূজা শুরু হয় সকাল এগারটায়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় আরতি প্রতিযোগিতা। দিনভর চলেছে চণ্ডীপাঠ আর ভক্তদের কীর্তনবন্দনা। ঝিনাইদহের অনেক স্থানে বৃষ্টি উপেক্ষা করে মহানবমীতে বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে ছিল ভক্ত ও দর্শনার্থীর উপচেপড়া ভিড়। নবমী পূজা শেষে অশ্রুসজল নয়নে ভক্তরা দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছে।
হিন্দু শাস্ত্রমতে, নবমী তিথিতে রাবণ বধের পর শ্রী রামচন্দ্র এই পূজা করেছিলেন। নীলকণ্ঠ ফুল, যজ্ঞের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় নবমী বিহিত পূজা। নবমী পূজার মাধ্যমে মানবকুলে সম্পদলাভ হয়।
শাস্ত্র অনুযায়ী- আজ শাপলা, শালুক ও বলিদানের মাধ্যমে দশভুজা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজা শুরুর পর ভক্তরা প্রার্থনা করতে থাকে দেবীর উদ্দেশে। নীল অপরাজিতা ফুল নবমী পূজার বিশেষ অনুষঙ্গ। নবমী পূজায় যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে আহুতি দেয়া হয়। ১০৮টি বেল পাতা, আম কাঠ, ঘি দিয়ে এই যজ্ঞ করা হয়। পূজা শেষে যথারীতি অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
আজ শুক্রবার মা দুর্গার বিদায়। তাই আজ শেষবারের মতো দেবীর আশীর্বাদ কামনায় নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর সব বয়সের ভক্ত নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করে। প্রতিটি মণ্ডপেই কয়েক দফা করে পুষ্পাঞ্জলি দেয়া হয়। বিদায় বেলায়ও চলেছে ঢাক আর শঙ্খধ্বনি, টানা মন্ত্র পাঠ, উলুধ্বনি, অঞ্জলি, ঢাকের বাজনার সঙ্গে ছিল ধুনচি নৃত্য। সন্ধ্যায়

আরতির পাশাপাশি মণ্ডপে মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
নবমীর দিন দুপুরের পর থেকে কম-বেশি বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মণ্ডপে মণ্ডপে ছিল ভক্ত ও দশনার্থীর ভিড়। ঝিনাইদহ শহরের বারোয়ারি তলা ও হামদহ কালী মন্দিরের পাশাপাশি শৈলকূপার কবিরপুর দূর্গা মন্দির,রানীনগর দূর্গা মন্দির,ফুলহরি গ্রামের গৌর গোবিন্দ মন্দির,সার্বজনীন কালীবাড়ি, দক্ষিণ পাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির,মহব্বতপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে দর্শনার্থীদের সমাগম ছিল বেশি।
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি ও ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস বলেন, এবার জেলায় ৪৫২টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূজা মণ্ডপে কোন মেলার মাঠ বসানো হয়নি । স্বাস্থ্যবিধি, মাদকমুক্ত পরিবেশ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা সেই মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছি।
পূরাণ মতে, রাজা সুরথ প্রথম দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। বসন্তে তিনি পূজার আয়োজন করায় দেবীর এ পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। কিন্তু রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে লংকা যাত্রার আগে শ্রী রামচন্দ্র দেবীর পূজার আয়োজন করেছিলেন শরৎকালের অমাবস্যা তিথিতে, যা শারদীয় দুর্গোৎসব নামে পরিচিত। দেবীর শরৎকালের পূজাকে এজন্যই হিন্দুমতে অকাল বোধনও বলা হয়।

গাংনীর ২২টি পূজামন্ডপে দেড় লক্ষ টাকা সহায়তা দিলেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন

গাংনীর উপজেলার ২২টি পঁজা মন্ডপে ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন মেহেরপুর-আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। গতকালবৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে পঁজা উদযাপন কমিটির সভাপতি সম্পাদকদের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের নিজস্ব তহবিল থেকে ২২টি মন্ডপে ১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।
এসময় রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শামসুর রহমান মঙ্গল,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন পুঁজামন্ডপ পরিচালনা সভাপতি সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার এলাহীনগর গ্রামে গরু ডাকাতির ঘটনায় শাওন আটক

আলমডাঙ্গার এলাহিনগর গ্রামে গরু ডাকাতির ঘটনায় শাওন (২০) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গত বুধবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়নের এলাহিনগর গ্রামের সোহরাব ফকিরের বাড়িতে গত ৩ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে একদল ডাকাত হানা দেয়।

এসময় সোহরাব ফকির ও তার স্ত্রী ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলেন। ডাকাতদল অতর্কিত হামলা চালিয়ে সোহরব ফকির ও তার স্ত্রীর মুখ-হাত বেঁধে ফেলে। তাদের ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। এ সময় স্বামী- স্ত্রীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কুপিয়ে জখম করে। পরে দুটি গরু ও তার ছেলে শাহীনের গোয়াল থেকে আরেকটি গরু নিয়ে গ্রাম থেকে দূরে ভিড়িয়ে রাখা লাটাহাম্বায় গরু ৩টি নিয়ে যায়।

পুলিশ চোর ধরতে তৎপরতা শুরু করে। এরই এক পর্যায়ে গত ১৩ অক্টোবর আসাননগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আনজেত আলীর ছেলে শাওনকে আটক করে। পুলিশ জানায়, আটক শাওন বেশ কয়েকজনের নাম জানিয়েছে। তার বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।